বঙ্গবন্ধু’র ভাস্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে আলমডাঙ্গায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের র্যালি ও মানববন্ধন

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে “জাতির পিতার সম্মান, রাখবো মোরা অম্লান” এ স্লোগানকে সামনে রেখে ১২ ডিসেম্বর শনিবার সকাল ১১টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গনে কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু’র ভাস্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে সরকারি কর্মকতা কর্মচারীদের র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত র্যালিতে আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের সর্বস্তরের সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও জনসাধারন বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠন অংশগ্রহন করে। এসময় র্যালী অংশগ্রহনকারী আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিটন আলি বলেন, যারা জাতির পিতার ভাস্কর্য ভেঙ্গেছে তাদের কোনোভাবেই ছাড় নয়। ভাস্কর্য ভাংচুর এবং বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য বিরোধীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় নিয়ে আসার গনদাবীকে সমর্থন জানাচ্ছি আমরা।

র্যালীতে আরো উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবির, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহীল কাফি, সমাজ সেবা অফিসার আফাজ উদ্দীন, মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আখি, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকছুরা জান্নাত, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মর্তা সোহেল রানা, মহিলা তথ্য আপা স্নিগ্ধা দাস, বিআরডিবি কর্মকর্তা সাহেলা শারমিন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কৃষিবিদ গোলাম সারোয়ার মিঠু, কেন্দ্রীয় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নির্বাহি সদস্য শেখ শাফায়েতুর রহমান, জেলা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আহবায়ক আলাউদ্দিন প্রমূখ।
এছাড়া আলমডাঙ্গার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতাকর্মীগন ও উপস্থিত ছিলেন

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমাবেশ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় সমাবেশ করেছে সরকারি কর্মকর্তা- কর্মচারীরা। ‘জাতির পিতার সম্মান, রাখবো মোরা অম্লান’ এ শ্লোগানে শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় ডিসি সাহিত্য মঞ্চে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সরকারি পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে জেলা ও দায়রা জজ মোহা. রবিউল ইসলাম, পুলিশ সুপার মো. জাহিদুল ইসলাম, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মিজানুর রহমানসহ বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তারা বক্ত্যব রাখেন।

তিন লাখ শিশুর টিকাদানের লক্ষ্য নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গায় হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার সকাল সাড়ে ৯টায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল চত্বরে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।
সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার, অতিরিক্ত পুলিশ

সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক ও পৌর মেয়র ওবায়দুর রহমান চৌধুরীসহ স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় জানানো হয়, স্বাস্থ্য বিভাগীয় সহকারীদের কর্মবিরতীর কারণে প্রথম পর্যায়ে চার পৌরসভা এলাকার শিশুদের মাঝে হাম-রুবেলা টিকা প্রদান করা হচ্ছে। এ কর্মসূচি আগামী ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। জেলায় ৯ মাস থেকে ১০ বছর বয়সী ২ লাখ ২৯ হাজার ৮২১ জন শিশুকে টিকা প্রদান করা হবে।
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন এমপি বলেন, স্বাস্থ্য সহকারীরা কর্মবিরতী প্রত্যাহার করে এ কর্মসূচি সফল করতে এগিয়ে আসবেন। তাঁরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করবে বলে আশা করি। এ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হতে পারে সেদিকে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।

চুয়াডাঙ্গায় করোনা আক্রান্ত হয়ে শতবর্ষি বৃদ্ধের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় করোনা আক্রান্ত হয়ে বরকত আলী জোয়ার্দ্দার (১০০) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকালে মারা যান। তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার নতিডাঙ্গা গ্রামের মৃত হারুণ মন্ডলের ছেলে।
চুয়াডাঙ্গা সদর সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) ডা. সাজিদ হোসেন বলেন, গত ১১ ডিসেম্বর তার শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এরপর থেকে তিনি হাসপাতালে করোনা ইউনিটের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শনিবার সকালে তার মৃত্যু হয়।

চুয়াডাঙ্গায় কিশোরকে শ্বাসরোধ করে হত্যা

চুয়াডাঙ্গায় অজ্ঞাত পরিচয়ে এক কিশোরকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে।

শনিবার সকালে সদর উপজেলার ছয়ঘরিয়া-বড়সলুয়া ঢমপুল মাঠের রাস্তার পাশ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ছয়ঘরিয়া-বড়সলুয়া রাস্তার পাশেই ঢমপুল মাঠ। ওই মাঠের রাস্তার পাশেই আখক্ষেত। তার পাশেই খোলা জমিতে এক কিশোরের বিবস্ত্র মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পথচারীরা পুলিশে খবর দেয়।

শনিবার সকাল ১০টার দিকে স্থানীয় সরোজগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশ প্রথমে খবর পেয়ে সেখানে যায়। ১২-১৩ বছর বয়সী কিশোরের গলায় কাপড় জড়ানো অবস্থায় ছিল। এ ছাড়া তার পরনের বস্ত্রটি খুলে পা পর্যন্ত নামানো ছিল।

ধারণা করা হচ্ছে গলায় কাপড় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধে ওই কিশোরকে হত্যা করা হয়েছে। তবে কী কারণে কেন এই বালককে হত্যা করা হয়েছে তার কিছুই বলতে পারছে না পুলিশ।

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ খান যুগান্তরকে বলেন, এক কিশোরের মরদেহ পড়ে আছে খবর পেয়ে বেলা ১১টার দিকে আমি সেখানে যাই। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

তিনি বলেন, ওই কিশোরের গলায় কাপড় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে মর্মে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি। এটি একটি হত্যাকাণ্ড। এখন পর্যন্ত নিহত কিশোরের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তার পরনে গোলাপি রঙের ট্রাউজার ও গায়ে সাদা স্কুলড্রেসের মতো শার্ট ছিল।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন: প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে ৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জেলা নির্বাচন অফিসে এ প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা তারেক আহম্মেদ প্রার্থীদের হাতে প্রতীক তুলে দেন। নির্বাচনে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. কামরুল হাসান সার্বিক সহযোগিতা করেন।

নির্বাচনে মেয়র পদে সাত জন, সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে ১৩ জন এবং নয়টি ওয়ার্ডে সাধারণ কাউন্সিলর পদে ৬৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।’

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার নির্বাচনে ৬৭ হাজার ৭৭৪ জন ভোটার রয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ৩২ হাজার ৮০৪ এবং নারী ৩৪ হাজার ৯৭০ জন। ৩৩টি ভোটকেন্দ্রে আগামী ২৮ ডিসেম্বর ইভিএমের মাধ্যমে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

মেয়র পদে আওয়ামী লীগ মনোনীত জাহাঙ্গীর আলম (নৌকা), বিএনপি মনোনীত সিরাজুল ইসলাম মনি (ধানের শীষ), বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী মাজিবুল হক মালিক মজু (মোবাইল ফোন), ইসলামী আন্দোলনের তুষার ইমরান (হাতপাখা), স্বতন্ত্র প্রার্থী তানভীর আহমেদ মাসরিকী (কম্পিউটার), স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট মনিবুল হাসান পলাশ (নারিকেল গাছ) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট সৈয়দ ফারুক উদ্দিন আহম্মেদ (জগ) প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা তারেক আহম্মেদ নির্বাচন কমিশনের দেওয়া আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে প্রার্থীদের নির্দেশনা দেন।

দামুড়হুদায় মাটিখেকোদের অত্যাচারে বিলুপ্ত হচ্ছে কৃষি জমি

দামুড়হুদা উপজেলা সদরের নাপিতখালি কাঁঠালতলার মাঠে বেপরোয়া ভাবে মাটি কেটে কৃষি জমি বিলুপ্ত করছেন কয়েকজন ব্যক্তি। এসকল মাটিখেকোদের হাত থেকে কৃষক সমাজকে বাঁচাতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন সচেতন মহলসহ কৃষক সমাজ।

সরজমিনে গিয়ে দেখা যায় নাপিতখালি গ্রামের ভূমিদস্যু সানোয়ার, জাইদুল, জহির যে জমি কেটে ভাটায় মাটি দিচ্ছেন সে জমিটির চারপাশে ভুট্টা, সরিষাসহ রয়েছে খেজুর গাছের সমাহার। জমি থেকে ৩ টি মাটি বোঝায় ট্রাক নিয়ে ভাটার দিকে যাচ্ছেন। মাঠে আরও ১ টি ট্রাকে মাটি ভর্তি করার কাজ চলছে।

ভূমিদস্যুরা প্রভাবশালী হওয়ার অর্থের লোভে অসহায় নিরীহ কৃষকদের জমিতে লাগানো ফসলের ক্ষেত মাটি কেটে নষ্ট করছে। যে জমি কেটে মাটি নিচ্ছেন সে জমির খেজুর গাছ থেকে টপটপ করে রস পড়ছে আর তখনই গাছের গোড়া কাঁটার ব্যস্ত সময় পার করছেন শ্রমিকরা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশ ক’জন কৃষক আমাদের এ প্রতিনিধিকে জানান- দামড়হুদা উপজেলা সদরের নাপিতখালি গ্রামের কাঁঠালতলা খাল নামক মাঠে নাপিতখালি গ্রামের সানু, জাইদুল ও জহির অনুমোদন বিহীন সরকারের আইন অমান্য করে মাটি কাটছে। মাটি কাটার এ উৎসবে প্রায় ৫/১০ টি গাড়ি ১২/১৩ টাকা দরে উপজেলা সদরের নাপিতখালি মোড়ের ফজলু মিয়া’র রেড ব্রিকস, বরুন বোসের নিউ বোস ব্রিকস, কোমরপুরের শামসুল মিয়া’র রেড ব্রিকসসহ বিভিন্ন ভাটায় বিক্রয় করছেন ভূমিদস্যুরা।

এতে ভূমিদস্যুদের শিকার হচ্ছেন সাধারণ নিম্নবৃত্ত কৃষকেরা। কৃষকরা বলেন আমরা অসহায়, খনন করে মাটি কাটার ফলে আশপাশে আমাদের জমির মাটির উর্বরতা শক্তি হারিয়ে ফেলবে, আমারা সাধারণ কৃষক আমাদের কিছুই করার নেই। ভমিদস্যুদের মাটি কাটা বন্ধ করতে পারেন এমন কেউ কি নেই, যিনি আমাদের পাশে থেকে সহযোগিতা করতে পারেন।

স্থানীয় সচেতন মহল বলছেন- নাপিতখালি কাঁঠাল তলা খালের মাঠে বেশ

কিছু দিন ধরে গ্রামের সানু, জাহিদুল, জহির মাটি কেটে বিভিন্ন ইটের ভাঁটায় ব্রিক্রয় করছেন বেশ চড়া দামে।

উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাটি কাটা বন্ধ থাকার সুযোগে ভাটা মালিকরা অনেকটাই বাধ্য হয়েই চড়া দামে মাটি কিনছেন। খালের পাশে যে ভাবে মাটি কাটছে এতে করে বর্ষা মৌসুমে ফসিল জমির চরম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রকৃতি কৃষকরা অসহায় অনুভব করায় নিজেদের ক্ষতি হলেও কোন ঝামেলায় জড়াতে চান না। এছাড়াও মাটি বহনকারী অবৈধ ট্রাক গ্রামের রাস্তায় দ্রুত গতিতে বেপরোয়া ভাবে চলাচলের জন্য চিন্তিত রয়েছেন সুশীল সমাজ।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন এ ধরনের বিষয় কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না। যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় ‘দেশ বাজার’র উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় দেশ বাজার অনলাইন ও অফলাইন শপ এর উদ্বোধন হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০ টার সময় দর্শনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেনের সভাপতিত্বে দর্শনা প্রেস ক্লাবে দেশবাজারের উদ্বোধন হয়।

এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক জেলা প্রশাসক জনাব মাহফুজুর রহমান মঞ্জু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী – যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, দর্শনা গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগারের পরিচালক সাহিত্যিক ও কবি মোঃ আবু সুফিয়ান, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ এর প্রতিনিধি এস আই মাজহারুল ইসলাম,

দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি হানিফ মন্ডল। মাই টিভির জেলা প্রতিনিধি ইকরামুল হক পিপুল।

এ সময় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন দেশ বাজার যে মার্কেটিং শুরু করেছে তাতে মানুষের ভোগান্তি কমবে। মানুষের সময় বাঁচবে এবং শত শত মানুষের কর্মসংস্থান হবে। আমরা সাধুবাদ জানাই এবং দেশ বাজারের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আব্দুল হান্নান ছোট বলেন আমরা চাই দর্শনা উন্নয়ন হোক, দর্শনার মানুষের উন্নয়ন হোক, ঘরে বসে বাজার হলে মানুষের সময় বাঁচবে দেশ আরো এগিয়ে যাবে।

আবু সুফিয়ান বলেন, দেশটা আজ মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে, এ সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দেশ বাজার। মানুষের আস্থা অর্জন করলে দেশবাজার একদিন বৃহৎ অনলাইন মার্কেটিং পরিণত হবে।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ৬নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, যুবলীগ নেতা রাইসুল ইসলাম রাজু। আব্দুল হান্নান সাংবাদিক দৈনিক নবচিত্র ,দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক সাংবাদিক সালেকিন সাগর।

দেশবাজারের দামুড়হুদা উপজেলার মার্কেটিং ম্যানেজার ইমরান হোসেন, মোঃ বিপুন হোসেন, শরিফুল ইসলাম, রাকিবুল ইসলাম (স্বপন), মুস্তাফিজুর রহমান, সাংবাদিক কামরুজ্জামান রানা, অনলাইন ভিক্তিক শাপলা টিভির সিনিয়ার উপস্থাপক ইশিতা পারভীন ও ফাতেমা কানিজ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দেশ বাজারের দামুড়হুদা এজেন্ট আব্দুর রহমান ও দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সাংবাদিক হানিফ মন্ডল।

দর্শনার বড়বলদিয়ায় ফেনসিডিলসহ একজন আটক

দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৪৮ বোতল ফেনসিডিলসহ মোঃ জালাল হোসেন (৪০) কে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায় গতকাল দুপুর ০২.৩০ ঘটিকার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান কাজল নেতৃত্বে এস আই সাইফুল এএসআই মহিউদ্দিন, এ এস আই আনোয়ারুল ও সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ৪৮ বোতল ফেনসিডিলসহ আসামি মোঃ জালাল হোসেন কে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানায় আসামি মোঃ জালাল হোসেন দর্শনা থানার বড়বলদিয়া গ্রামের পিতাঃ মোঃ জলিল বিশ্বাস এর ছেলে ।

পুলিশ আরও জানায় ধৃত আসামির বাড়ি হতে তাকে ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার এক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ১০ বোতল ফেনসিডিলসহ কাকলিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায় গতকাল রাত ১০ ঘটিকার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার ইন্সপেক্টর (ওসি) তদন্ত শেখ মাহবুবুর রহমান নেতৃত্বে এস আই সাইফুল এএসআই মহিউদ্দিন, এ এস আই আনোয়ারুল ও সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ১০ বোতল ফেনসিডিলসহ আসামি মোছাঃ কাকলি (২৮) কে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানায় আসামি মোছাঃ কাকলি স্বামীঃ মৃতঃ সাইদুর রহমান, গ্রাম ঈশ্বরচন্দ্রপুর, থানাঃ দর্শনা, জেলা চুয়াডাঙ্গা এর বাসিন্দা ।

পুলিশ আরো জানায় ধৃত আসামির বাড়ি হতে তাকে ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।